[redacted]

[redacted]

করেছেন শিশুটির বাবা।

তদন্ত চলাকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে আরও উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া যায়। তাদের দাবি, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যেই রয়েছে বহিরাগতদের আড্ডা দেয়ার জন্য মজবুত মাচানসহ বিভিন্ন আবাসপত্র।

এমনকি মাদক সেবনেকারিদের আনাগোনাও রয়েছে সেখানে।

তবে এসব বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো কার্যকর নজরদারি বা উদ্যোগ নেই বলেও অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থীরা।

নিহত শিক্ষার্থী আমির হামজার বাবা আব্দুল হাকিম বলেন, “যে বিদ্যালয়ে এমন একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমার সন্তানের মৃত্যু হলো, সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেননি। তিনি হাসপাতালে যাননি, জানাজায়ও আসেননি। এখন আমি গাংনী থানায় যাচ্ছি তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহন করতে”।

নিহত শিক্ষার্থীর মা বলেন,আমার ছেলে যে সময়টিতে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। সেই সময়তো শ্রেনীকক্ষে থাকার কথা। যদি শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতো তাহলে আমার ছেলেটা শ্রেনীকক্ষে থাকতো এবং হইতো সে বেচে থাকতো।

স্থানীয় শিপলু বলেন,বেশকিছু দিন আগেও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষার্থীর হাত ভেঙে যায়। অথচ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেহ জানেই না। তাহলে বোঝেন এরা ছাত্রদের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল। আবার একজন ছাত্র জীবন মরণ সন্ধিক্ষনে সেখানেও তাদের যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না।

বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন,গতকাল যখন সংবাদ পাই বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে এক ছাত্রের দুর্ঘটনা নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আমি দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য লোকজনকে অনুরোধ করি। তারপরই পরিস্থিতি শান্ত হয়। আজ আবার তদন্তের সময়ও আমি ঘটনাস্থলে আসি। এবং নিহতের পরিবারকে শান্তনা দেয়ার পাশাপাশি শান্ত থাকতে বলি। তবে এটা ঠিক প্রধান শিক্ষক আমানউল্লাহ যে একজন দায়িত্বহীন এবং অসামাজিক মানুষ এটা বুঝতে আর বাকি নেই। কেননা আজ তদন্তের সময় উপজেলা শিক্ষা অফিসার তাকে ঘটনাস্থলে আসতে বললেও তিনি উপস্থিত হয়নি।

এর আগে, রোববার (২ আগস্ট) দুপুরে গাংনী উপজেলার রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বহনকারী স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী আমির হামজার মৃত্যু হয়। নিহত আমির হামজা রামনগর গ্রামের বাজারপাড়ার আব্দুল হাকিমের ছেলে। সে বিদ্যালয়টির প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

ঘটনার পর বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস অধিদপ্তর তদন্ত কমিটি গঠন করে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন,আব্দুর রশিদ উপজেলা শিক্ষা অফিসার গাংনী,এস এম জয়নুল ইসলাম,মোঃ আলাউদ্দিন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার গাংনী এবং মোঃ শামসুজ্জোহা সহকারি শিক্ষা অফিসার মুজিব নগর।

আরো উপস্থিত ছিলেন বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত মোঃশাহ আলম,রামনগর ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম ও বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

মুজিবনগরে ভিবিডির উদ্যোগে ৩০০টির বেশি চারা রোপণ ও বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ (ভিবিডি), মুজিবনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভা, ৩০০টির বেশি গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৩ আগস্ট) অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ (ভিবিডি), মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সৈয়দ মাফুজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিবিডি মুজিবনগর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির মাহমুদ, মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক রায়হান কবির এবং সংগঠনের প্রজেক্ট অফিসার মোহাম্মদ রোকন। এছাড়া সদস্য মারুফ হোসেন, শাফিউল ইসলাম ও লিমন হোসেন, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ চাঁদ আলী ও শফিকুল ইসলামসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষক সেলিম হোসেন বলেন, “শিক্ষার্থীরা যদি ছোটবেলা থেকেই একটি গাছকে নিজের হাতে বড় হতে দেখে, তাহলে প্রকৃতির প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ এমনিতেই তৈরি হয়। এই উদ্যোগ আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য একটি স্থায়ী শিক্ষা হয়ে থাকবে।”

ভিবিডির উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির মাহমুদ বলেন, “একটি শিশু যখন নিজের হাতে একটি চারা রোপণ করে, তখন সে কেবল একটি গাছ লাগায় না; নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রকৃতির একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সম্পর্কই একদিন তাকে দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠতে সহায়তা করবে।”

আলোচনা সভা শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের মাঝে মোট ৩০০টির বেশি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে পেঁয়াজ চাষিদের বিনামুল্যে পেঁয়াজ বীজ ও উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আগ্রহী গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষিদের মাঝে বিনামুল্যে পেঁয়াজ বীজ,সার ও পলিথিন বিতরন করা হয়েছে।

২০২৫- ২৬ অর্থ বছরের খরিপ-২ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনার আওতায় উপজেলার ৮ হাজার কৃষকদে পেঁয়াজ বীজ, রাসায়নিক সার, পলিথিনসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে প্রণোদনা বিতরনের সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ পরিচালক শায়খুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়র রহমান. উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা আরাফাত মিয়াসহ উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাগণ।

প্রণোদনায় প্রতিজন কৃষক পেয়েছেন এক কেজি পেয়াঁজ বীজ, এক কেজি কীটনাশক, দুই কেজি পলিথিন দশ কেজি ডিওপি ও দশ কেজি এমওপি সার।

৫ পদে নিয়োগে অর্ধকোটি টাকা লেনদেন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় জাল স্বাক্ষর ও অনিয়মের মাধ্যমে পাঁচটি পদে নিয়োগ দেখিয়ে অর্ধকোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তীর মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নানের দিকে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রার্থীপ্রতি ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা নিয়ে গোপনে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

জানা যায়, গত বছরের ২০ অক্টোবর আয়া, নিরাপত্তাকর্মী, ল্যাব সহকারী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও অফিস কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। কাগজপত্রে ১৭ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও তা কোথায়, কখন এবং কীভাবে হয়েছে, সে বিষয়ে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যসচিবসহ সংশ্লিষ্টদের কেউই কিছু জানেন না। নিয়োগপ্রাপ্তদের ২১ অক্টোবর যোগদানের কথা থাকলেও জটিলতার কারণে এখন পর্যন্ত কেউ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখতে একাধিকবার অনুরোধ করা হলেও সুপার আবু জাফর তা দেখাতে রাজি হননি। এমনকি প্রতিষ্ঠানে গিয়েও তার দেখা মেলেনি। এ নিয়ে এলাকাবাসীর

মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

করমদি পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা সুজন মাহমুদ বলেন, নিয়োগের বিষয়ে জানতে গ্রামের একাধিক মানুষ মাদ্রাসায় গেলেও সুপার কোনো তথ্য দেননি। বিভিন্ন পদে ৮ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ে নিয়োগ সম্পন্ন করার কথা এলাকায় শোনা যাচ্ছে। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেন।

করমদি মাঠপাড়ার বাসিন্দা রাসেল মাহমুদ জানান, তিনি নিজে ল্যাব সহকারী পদের জন্য যোগাযোগ করেছিলেন। কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান তার কাছে ১২ লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে না পারায় অন্য একজনকে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্রে যার স্বাক্ষর দেখানো হয়েছে, সেই নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সচিব মোছা. শামসুন্নাহার বলেন, ফলাফল শিটে থাকা স্বাক্ষরটি তার নয়। পরীক্ষা কবে, কোথায় এবং কীভাবে হয়েছে, সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই বলে তিনি জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাদ্রাসার কয়েকজন সহকারী শিক্ষক জানান, প্রতিষ্ঠানে এখন পর্যন্ত বৈধভাবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তবে নিয়োগের নামে স্বাক্ষর জাল করে অর্ধকোটি টাকা লেনদেন হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর বলেন, সকল নিয়ম মেনেই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি কুচক্রী মহল বৈধ নিয়োগকে অবৈধ বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। কেন তারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নান অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, বিষয়টি শিক্ষা কর্মকর্তা ও ডিজির প্রতিনিধি অবগত আছেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

তবে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মনিরুল ইসলাম জানান, নিয়োগ কমিটি যে প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিয়েছে, তা সঠিক নিয়মে হয়নি। গোপনে পুরো কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই, এমনকি নিয়োগ কমিটির সদস্যদেরও বিষয়টি জানানো হয়নি। পরে শুধু

বেতন বিলে স্বাক্ষরের জন্য কাগজপত্র তার কাছে আনা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, নিয়োগ কার্যক্রমে অংশ নেওয়া ডিজির প্রতিনিধির অনুমোদন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বাতিল করেছে।

মেহেরপুর জেলা সহ দেশের সব মাদ্রাসার অ্যাডহক কমিটি বাতিল

সব বেসরকারি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার বিদ্যমান অ্যাডহক কমিটি বাতিল করেছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

একই সঙ্গে সংশোধিত প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২ আগস্ট) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার প্রফেসর এস এম তৌহিদুজ্জামানের স্বাক্ষর করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের গত ৩০ জুলাই জারি করা নির্দেশনার আলোকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (দাখিল ও আলিম স্তরের বেসরকারি মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি) প্রবিধানমালা, ২০২৫-এর প্রবিধি ৬৪ অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিসহ দেশের সব বেসরকারি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার বিদ্যমান অ্যাডহক কমিটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংশোধিত প্রবিধানমালা (এসআরও নং ৮৯-আইন/২০২৬) অনুসারে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠনের পদ্ধতি ও শর্তও নির্ধারণ করে দিয়েছে বোর্ড।

নির্দেশনা অনুযায়ী, নতুন অ্যাডহক কমিটির সভাপতি মনোনয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানপ্রধান (অধ্যক্ষ বা সুপার) স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং জেলা প্রশাসকের (ডিসি) মাধ্যমে তিন সদস্যের একটি প্যানেল প্রস্তাব করবেন। শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি,

খ্যাতিমান সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি অথবা কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত নবম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে এ প্যানেল প্রস্তুত করতে হবে।

পরে অন্যান্য সদস্যের মনোনয়নের প্রস্তাবসহ তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে পাঠাতে হবে। তবে সিটি করপোরেশন এলাকার দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আলাদা বিধান রাখা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক কমিটির প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে পাঠাতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, এ সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশনা দেশের সব বেসরকারি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সুপার, পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: মোহনা টিভি

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগরে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আগামী ৫ আগস্ট ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস-২০২৬’ উদযাপনের লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে এক প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রবিবার (২ আগস্ট) দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু শাহমা।

সভায় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি,

পূর্বের সরকার দিল্লীতে জায়গা পেয়েছে, আপনারা বঙ্গপোসাগরেও জায়গা পাবেন না: রবিউল ইসলাম

জুলাইয়ের গণ রায়, জনগণের ৭০ পার্সেন্ট ভোটের মাধ্যমে এদেশে ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণমুলক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। কিন্তু তারা এই রায় প্রত্যাক্ষান করেছে। বিগত ১৭ বছর যে সরকার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের সঙ্গে পারেনাই। রায় বাস্তবায়ন করে সঠিক গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন নচেৎ পূর্বের সরকার দিল্লীতে জায়গা পেয়েছে, আপনারা বঙ্গপোসাগরেও জায়গা পাবেন না বলে মন্তব্য করেছেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম।

গতকাল শনিবার বিকেলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং শহীদদের স্মরণে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথ্গুলো বলেন।

মেহেরপুরের গাংনী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে গিয়ে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা শূরা সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, পৌর জামায়াতের আমির আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি ওয়াস কুরুনী জামিল এবং বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান।

বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তারা গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারের দাবি জানান। পাশাপাশি জুলাই

সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের আহবান জানান। কর্মসূচিতে উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন জামায়াতের আমির, সেক্রেটারিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গাংনীতে স্কুল ফিডিংয়ের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শিক্ষার্থীর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বহনকারী স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে আমির হামজা (৬) নামে প্রথম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২১ আগস্ট) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আমির হামজা গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের বাজার পাড়ার আব্দুল হাকিমের ছেলে। সে রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয়রা জানান, স্কুল ফিডিং কর্মসূচির খাদ্যসামগ্রী বিতরণের জন্য ব্যবহৃত স্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়ির ওপর উঠে খেলছিল আমির হামজা। এ সময় চালক গাড়িটি চালিয়ে দিলে সে নিচে পড়ে যায়। পরে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়।

স্বজন ও স্থানীয়রা তাকে প্রথমে বামন্দীর ডা. ফজলুর রহমান ক্লিনিকে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কুষ্টিয়ার মেডিকেল কলেজ থেকেও তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কুষ্টিয়া থেকে রাজশাহী নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এবং আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তার মরদেহ নিজ গ্রামে এসে পৌছেছে।

গাংনী থানার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন,খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমঝুপিতে মনগড়া প্রকল্পের বিল না দেওয়ায় প্যানেল চেয়ারম্যানকে পেটালেন সাবেক চেয়ারম্যান

সংশ্লিষ্ঠ সদস্যদের স্বাক্ষর ছাড়া মনগড়া প্রকল্পের বিল না দেওয়ায় মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামকে বেধড়ক পিটিয়েছেন সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম তার অনুসারীরা।

আজ রবিবার সকাল ১১ টার দিকে আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদে এ ঘটনা ঘটে। এসময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে ফয়সাল নামে এক যুবকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়া্র্ড সদস্য আবুল কাসেম ও ১,২,৩ সংরক্ষিত সদস্য বনি খাতুনের নামের দুটি কাজের বরাদ্দ দেওয়া হয় পরিষদ থেকে। কিন্তু প্রকল্প দুটি ওই দুই সদস্যর বিপরীতে জোরপূর্বক কাজ করেন সাইফুল ইসলাম। সংশ্লিষ্ট সদস্য ছাড়া কাজ করায় তাদের অনুমোদন ছাড়ায় রবিবার সকালে ওই বিল তুলতে সাইফুল ইসলাম, তার ভাই শফিকুল ইসলামসহ ১০/১২ জনের একটি দল পরিষদ কার্যালয়ে যান।

এসময় প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামকে বিল দিতে বলেন সাইফুল ইসলাম। এসময় তিনি বিল দিতে অস্বীকৃতি জানালে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে সাইফুল ইসলাম, শফিকুল ইসলামহ তার সঙ্গিরা প্যানেল চেয়ারম্যানকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে। খবর পেয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর থানার একটি দল গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত প্যানেল চেয়ারম্যানকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে মেহেরপুর জেনারেল

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত প্যানেল চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমি আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। এর আগে দুটি প্রকল্প হয়েছে অন্য মেম্বারের নামে। সাইফুল সাহেব আমাকে ওভারটেক করে নিজে কাজ করে বিল তুলে নেবে। আমি এর আগেও বিল তুলে দিয়েছি। আবার আরেকটি কাজ করেছে ওই মেম্বারের নামে। মেম্বারকে বাদ দিয়ে নিজেই প্রকল্প তুলে নিয়ে আবার আমাকে বলেছে বিল করে দিতে। আমি বলেছি, আমি এভাবে বিল করে দেব না। কোনো মেম্বারের অনুমোদন নেই, মেম্বারদের মিটিং নেই—এ ধরনের বিল আমি করব না। এ বিষয় নিয়ে রাগারাগির একপর্যায়ে আমাকে পরিষদের সচিব, নিরাপত্তাকর্মী সকলের সামনে আমাকে বেধড়ক মারধর শুরু করে।

তবে অভিযুক্ত সাইফুল ইসলাম ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ঘটনায় এখনো কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

তবে, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর বলেন, আমি খবর পাওয়ার পরপরই প্যানেল চেয়ারম্যানকে থানায় মামলা করার নির্দেশ দিয়েছি। সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল সাহেব ফৌজদারী অপরাধ করেছেন এটা তিনি করতে পারেন না।’

অনিয়ম করে শুধু পর্দা কেনা হয়েছে ২০ লাখ টাকার

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ওসিসি ও স্টেশনারি সামগ্রী ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগের তীর হাসপাতালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির, প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন ও স্টোর কিপার পলি খাতুনের বিরুদ্ধে। ৩৫ লাখ টাকার মধ্যে ২০ লাখ টাকার শুধু পর্দা ক্রয় দেখানো হয়েছে।

স্টোর কিপার পলি খাতুন বলেন, সাবেক সুপার বুলবুল স্যার নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য ২০ লাখ টাকার পর্দা কিনেছেন । বড়বাবু লিটন বিল রেডি করে দিয়েছে। আমি শুধু স্টোর কিপার হিসেবে মালামাল বুঝে নিয়েছি। তবে কোন ঠিকাদারের কাছে থেকে নিয়েছে আমি সে ঠিকাদারকে চিনিনি। এত টাকার পর্দা কি লেগেছে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি কি এ কথা বলতে পারি?

প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন বলেন, ‘হাসপাতালের বস হচ্ছেন সুপার । তিনি যেভাবে বলেন আমাদের সেভাবেই কাজ করতে হয়। সাবেক সুপার বুলবুল স্যার তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে ২০ লাখ টাকার পর্দা কিনেছেন।’ টেন্ডার প্রাপ্ত ঠিকাদারের সাথে না নিয়ে কেন অন্য ঠিকাদারের কাছে থেকে নিলেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘সুপার স্যার স্পট কোটেশনের মাধ্যমে কিনেছেন আমরা শুধু তার আদেশ বাস্তবায়ন করেছি।’

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক ডা. বুলবুল কবির বলেন, ‘স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযোজন প্রক্রিয়ায় ক্রয় কমিটি করে স্টেশনারি সামগ্রী কেনা হয়েছে। যার নথি হাসপাতালে রয়েছে। আর এ বিষয়ে ঠিকাদার সব জানে। আমার পরে যিনি সুপার যোগদান করেছেন তিনি বাকি টাকা হয়তো সমন্বয় করেছেন।’

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান বলেন, ‘হাসপাতালের অনিয়মের বিষয়ে অবশ্যই অনুসন্ধান করবো, যদি ব্যত্যয় পাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। হাসপাতালে কোন ধরণের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা আমি রাখতে চাই না।’